বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
"পল্লী ভবন"
৫ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

স্মারক নং- ৪৭.৬২.০০০০.৪০৮.৩৩.০০৫.২৩.৬৩৬৭ তারিখ: ১৬/০৭/২০২৫ খ্রি.

বিষয়ঃ বিআরডিবি'কে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে আরডিএ, বগুড়া ও বার্ড, কুমিল্লা কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণা প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে করণীয় বিষয়ক কর্মশালার প্রতিবেদন প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সামগ্রিকভাবে বিআরডিবি'কে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে আরডিএ, বগুড়া ও বার্ড, কুমিল্লা কর্তৃক গবেষণা সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। দাখিলকৃত গবেষণা প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে করণীয় বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা বিগত ১০/০৩/২০২৫ তারিখে সিরডাপ মিলনায়তন, চামেলী হাউজ, তোপখানা রোড, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্যে এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

১৬/০৭/২০২৫
ড. মোঃ জিয়াউর রশীদ
উপপরিচালক (গবেষণা ও মূল্যায়ন)

বিতরণ: সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১। পরিচালক (সকল)....., বিআরডিবি, ঢাকা/বিআরডিটিআই, সিলেট।
২। যুগ্মপরিচালক (সকল)....., বিআরডিবি, ঢাকা।
৩। প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালক (সকল).....বিআরডিবি, ঢাকা/ফরিদপুর/গাইবান্ধা/রংপুর।
৪। উপপরিচালক (সকল)....., বিআরডিবি, ঢাকা।
৫। উপপরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়), বিআরডিবি, ঢাকা। (পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপনের অনুরোধসহ)
৬। উপপরিচালক (প্রোগ্রামিং), বিআরডিবি, ঢাকা। (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হলো)
৭। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, বিআরডিবি, ঢাকা। (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৮। লাইব্রেরীয়ান,বিআরডিবি, ঢাকা। (সংরক্ষণের জন্য)
৯। সংশ্লিষ্ট/ অফিস নথি।

কর্মশালার র‍্যাপোটিয়ারের প্রতিবেদন

শিরোনাম : **"গবেষণা প্রতিবেদনের আলোকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)-কে শক্তিশালীকরণ"**

তারিখ : ১০ মার্চ ২০২৫

স্থান : সিরডাপ, ঢাকা

আয়োজক প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

র‍্যাপোটিয়ার :

১। জনাব সিদ্ধার্থ কুমার মজুমদার, সহকারী পরিচালক (পার্সোনেল-৩), বিআরডিবি, ঢাকা।

২। জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক (পেনশন-প্রশাসন), বিআরডিবি, ঢাকা।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)-এর পরিচালনা পর্ষদের ৫৪তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে বিআরডিবিকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া কর্তৃক গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। উক্ত গবেষণা প্রতিবেদন দুটির উপর বিআরডিবিকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণ সংক্রান্ত কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

অংশগ্রহণকারী:

কর্মশালায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কর্মকর্তাগণ, পরিকল্পনা বিভাগসহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধি, ইউসিসিএ প্রতিনিধি, জাতীয় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ফেডারেশনের প্রতিনিধি, বিআরডিবি'র বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ, বার্ডের প্রতিনিধি, আরডিএ'র প্রতিনিধি, বিভিন্ন শ্রেণির উদ্যোক্তা, শিক্ষক ও সাংবাদিকগণ অংশগ্রহণ করেন **(সংযুক্তি-১)**।

কর্মশালাটি মূলত ৫টি ভাগে অনুষ্ঠিত হয়। যথা:

ক. উদ্বোধনী অনুষ্ঠান;

খ. গবেষণা প্রতিবেদনের উপর কী-নোট উপস্থাপন;

গ. কী-নোট প্রতিবেদনের উপর আলোচনা ও বিভিন্ন অংশীদারদের মতামত প্রদান;

ঘ. গ্রুপ ওয়ার্ক ও উপস্থাপনা;

ঙ. উন্মুক্ত আলোচনা; এবং

চ. সমাপনী অনুষ্ঠান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান:

সকাল ০৯:৩০ ঘটিকায় কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। মহাপরিচালক, বিআরডিবি জনাব সরদার মোঃ কেরামত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে সচিব জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম। আয়োজক প্রতিষ্ঠান বিআরডিবি'র মহাপরিচালক জনাব সরদার মোঃ কেরামত আলী কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিগণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

গবেষণা প্রতিবেদনের উপর কী-নোট উপস্থাপন:

১। ড. মোঃ মিজানুর রহমান, পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা।

২। জনাব মোঃ মিজানুর রহমান (গবেষক), পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া।

১। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণা প্রতিবেদনে বিআরডিবিকে শাক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে আনীত উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

- অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী বিআরডিবি-এর প্রয়োজনীয় জনবল নিয়মিত নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে;
- চাহিদা মাফিক ঋণ প্রদান ও প্রণোদনাসহ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। এজন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা যেতে পারে;
- সমবায় আইনের পরিপন্থী নহে এমন বিষয় বিবেচনা করে শুধুমাত্র বিআরডিবিভুক্ত সমিতিসমূহের রেজিস্ট্রেশন ও অডিট কার্যক্রমে দ্বৈততা পরিহার করে বিআরডিবি'র হাতে ন্যস্ত করা যেতে পারে;
- ইউসিসিএ'র সমিতিসমূহের সদস্যদের ঋণ প্রদান ও আদায়ের ক্ষেত্রে ক্ষমতা অর্পণে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ও সভাপতি, ইউসিসিএ এর মধ্যে যৌক্তিক সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে;
- বর্তমান বাজার মূল্যের সাথে ভারসাম্য বজায় রেখে ঋণের সিলিং বৃদ্ধি করা যেতে পারে এবং ঋণের সুদের হার নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সকল প্রকল্পের জন্য অভিন্ন সুদের হার নির্ধারন করা যেতে পারে;
- ঋণ বিতরণ ও আদায়ের কার্যক্রম বিশেষ করে প্রাথমিক সমিতি ও দলের ক্ষেত্রে ১-২ জন সদস্যদের কারণে যেন ব্যাহত না হয় সে বিষয়ে শিথিলতা আনয়নের জন্য উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং উপ-পরিচালক-কে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা এবং সিদ্ধান্ত প্রয়োগের ক্ষমতা অর্পণ করা যেতে পারে;
- উপজেলা পর্যায়ে বিআরডিবি'র এবং প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম সমন্বিতভাবে এক জায়গা থেকে (ওয়ান স্টপ সার্ভিস) পরিচালনা করতে ডিজিটাল পদ্ধতির প্রবর্তন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে জেলা ও উপজেলা কর্মকর্তাকে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা প্রদান করা যেতে পারে;
- বিভিন্ন প্রকল্পে/কর্মসূচিতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের সমন্বয় করে প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় তাদের বেতন, চাকুরীর স্থায়িত্ব, পেনশনের নিশ্চয়তা বিধান করা যেতে পারে;
- বিআরডিবি'র সকল স্থায়ী সম্পদের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান করার পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে;
- সকল জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে বিআরডিবি'র স্থায়ী অফিস স্থাপন করা যেতে পারে;
- ইউনিয়ন পর্যায়ে কার্যক্রম গ্রহণ, জনবল নিয়োগ ও মাঠ সংগঠকদের পরিবহণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
- প্রাথমিক সমিতি/দলের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে অনুঘটক হিসেবে ম্যানেজারকে ভাতা প্রদান করা যেতে পারে;
- উপজেলা পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনায় প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রধান অফিসের মাধমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে হলে কালক্ষেপন কম হবে অথবা উহা বিভাগীয় পর্যায়ে নিস্পত্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
- পিআরডিপি-৩ প্রকল্পটি সকল উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য একটি ডিপিপি গ্রহণ করা যেতে পারে;
- খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে;
- পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প একটি গ্রাম-একটি পণ্য নিয়ে কাজ করতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানটিকে শক্তিশালী করতে হলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ করতে হবে;
- ইউনিয়ন পরিষদে বিআরডিবি-এর একটি স্তর সংযুক্ত করা যেতে পারে;
- বিআরডিবিকে শক্তিশালী করতে হলে এর কার্যক্রমে বৈচিত্র্য নিয়ে আসা যেতে পারে;
- সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
- বর্তমানে বিআরডিবি সমবায় সমিতির কাজ ছাড়াও একক ঋণ প্রদানের কাজ করছে। বিআরডিবি এর কাজকে link মডেলের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে;
- বিআরডিবি 'একটি পল্লী-একটি পণ্য' এর মতো বিভিন্ন মডেল নিয়ে কাজ করতে পারে;
- অনেক ক্ষেত্রে প্রাথমিক সমিতিসমূহের অডিটের ডকুমেন্ট থাকে না। ইউসিসিএ থেকে সিডিএফ এর মাধ্যমে ৩% লাভ সমবায়কে দিতে হয়। কিন্তু বিআরডিবি-এর কল্যাণে তা ব্যয় হয় না। এ অর্থ বিআরডিবিভুক্ত সমবায়ীদের কল্যাণে ব্যয় করা যেতে পারে;

- ইউসিসিএ-কে রাজনীতিমুক্ত রেখে আরডিও-কে কিভাবে ক্ষমতায়ন করা যায় তা ভেবে দেখা যেতে পারে;
- উপজেলা সৃষ্টি হওয়ার পর উপজেলা পর্যায়ে ২৪টি ডিপার্টমেন্টকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এর মধ্যে ২৩টি অধিদপ্তর ও ১টি বোর্ড। আবার উপজেলা পরিষদে ১৭টি ডিপার্টমেন্ট আছে তার মধ্যে ১৬টি অধিদপ্তর ও ১টি বোর্ড। ফলে উপজেলা পর্যায়ে বিআরডিবিকে মূল্যায়ন করা হয় না। এ ছাড়াও, বিআরডিবি কোন সিদ্ধান্ত নিতে গেলে বিআরডিবি সরাসরি মন্ত্রী পর্যায়ে যেতে পারে না। ফলে বিআরডিবি-এর প্রকল্পের ফাইল অনুমোদনে যথেষ্ট কালক্ষেপন হয়। বিআরডিবি অধিদপ্তর হলে তাদের কার্যক্রম খুব দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে বিধায় বিআরডিবিকে অধিদপ্তর করণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;
- বাংলাদেশের বিশিষ্ঠ অর্থনীতিবিদ, গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সরকারের নীতি নির্ধারক, সংশ্লিষ্ট পেশাজীবি ও অংশীজনদের (স্টেক হোল্ডার) সমন্বয়ে একটি ইনস্টিটিউশনাল রিভিউ শীর্ষক গবেষণা করার মাধ্যমে বিআরডিবি'র বর্তমান ভূমিকা বিশ্লেষণ করে পরবর্তী কার্যক্রম নিরূপণ করা যেতে পারে।

২। পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণা প্রতিবেদনে বিআরডিবিকে শাক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে আনীত উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

ক. ব্যবস্থাপনা ও আইন:

- নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে সমস্যা বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরি;
- সমবায় আইন সংশোধন ও পরিমার্জন করে ইউসিসিএ সমিতিসমুহকে বিআরডিবি'র প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার আওতায় নেয়া যেতে পারে। ফলে বিআরডিবি আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে;
- ইউআরডিও ও ইউসিসিএ'র ভূমিকা সম্পর্কে আইনগত সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রয়োজন।

খ. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা:

- বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ও সমস্ত সমাপ্ত প্রকল্প/কর্মসূচি একীভূত করে একই নীতিমালা তৈরি করা প্রয়োজন এবং সেই নীতিমালার আলোকে সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা উচিত বলে প্রতীয়মান;
- দ্রুত এক অংকের সেবামূল্যসহ সকল প্রকল্প/কর্মসূচিতে একক পদ্ধতি চালু হওয়া প্রয়োজন;
- হিসাব ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাইজড করা প্রয়োজন;
- ঋণ সিলিং বৃদ্ধি এবং সময়মত সেবা দানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

গ. জনবল:

- দ্রুত শূন্য পদে জনবল নিয়োগ জরুরি;
- কার্যক্রম ব্যপকতার কারণে যৌক্তিক নুতন পদ সৃষ্টির প্রস্তাব ও রাজস্ব অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব প্রেরণের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে;
- রাজস্ব খাতে কর্মচারীবৃন্দ আত্মীকরণের অনুরোধ জানিয়েছেন;
- স্থানীয়ভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বদলির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এতে কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে;
- নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা। বিভিন্ন কর্মকর্তার ক্ষেত্রে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৪ মাস হওয়া প্রয়োজন।

ঘ. অন্যান্য বিষয়:

- বিআরডিবি'র কার্যক্রমের সাথে উপকারভোগীদের চাহিদাভিত্তিক বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন;
- প্রকৃত সমবায়ীদের প্রতিনিধিত্বে আনার উপর গুরুত্ব দিতে হবে;
- ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি পল্লী উন্নয়নে সরকারের সহায়ক সেবা কার্যক্রমসমুহ (সেফটি-নেটসহ অন্যান্য) চালু না থাকার ফলে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে উপকারভোগীদের মাঝে উৎসাহের অভাব দেখা যায়। তাই সেবামূলক কার্যক্রমে বিআরডিবি'র জনবলকে সম্পৃক্ত করলে মূল কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে এবং উপকারভোগীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে।

কী-নোট প্রতিবেদনের উপর আলোচনা ও বিভিন্ন অংশীদারদের মতামত প্রদান, গ্রুপ ওয়ার্ক ও উপস্থাপনা এবং উন্মুক্ত আলোচনা:

কর্মশালায় উপস্থিত কী-নোটের উপর উপস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা যথা: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, সমবায় অধিদপ্তর, পিকেএসএফ, জাতীয় সমবায় ফেডারেশন, ইউসিসিএ চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন প্রতিনিধিগণ আলোচনা করেন। পরবর্তীতে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ দলভিত্তিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন এবং কী-নোট প্রতিবেদনের আলোকে নিজ নিজ দলের সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করেন। এছাড়াও উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে কর্মশালায় উপস্থিত অন্যান্য সুধীজন ও অংশীদারগণ মূল্যবান মতামত তুলে ধরেন।

সামগ্রিক আলোচনায় প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

ক. প্রাতিষ্ঠানিক:

- বিআরডিবি'কে অধিদপ্তরের রূপান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ;
- এনাম কমিটির বর্ণনা অনুযায়ী সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরডিবি'র স্বীকৃতি প্রদান;
- বিআরডিবি সেবামূলক হওয়ার এর কর্মীদের বেতন-ভাতার দায়িত্ব সরকার কর্তৃক গ্রহণ;
- বিআরডিবি'র সকল কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন;
- পরিচালক পদে বিআরডিবি'র কর্মকর্তা পদায়ন;
- প্রশাসনিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীয়করণের মাধ্যমে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ও উপপরিচালকদের অধিকতর ক্ষমতায়ন;
- উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তাদের অধীনে দ্বি-স্তর সমবায় ও উন্নয়ন নামে আলাদা শাখার পদ সৃজন ও সে অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন;
- ইউনিয়ন পর্যায় হতে সদর দপ্তর পর্যন্ত ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জনবলের অর্গানোগ্রাম প্রস্তুত, অনুমোদন ও জনবল পদায়ন;
- বছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন ও মূল্যায়ন;
- বিআরডিবি'র কার্যক্রম পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ জোরদারকরণ;
- বার্ড, আরডিএসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা;
- ক্ষুদ্র ও উদ্যোক্তা ঋণের পাশাপাশি পল্লী উন্নয়নে আধুনিক, বাস্তবভিত্তিক ও প্রযুক্তিনির্ভর কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ/উদ্ভাবন এবং বাস্তবায়ন;
- অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (PRDP)-এর উপাদানগুলোকে টেকসই করার লক্ষ্যে এগুলো বিআরডিবি'র মূল কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- গাইবান্ধা জেলার জীবিকায়ন পল্লীর ধারণাকে ভিত্তি করে এক পল্লী এক পণ্য (OPOP) প্রকল্প গ্রহণ ও সারা দেশে বাস্তবায়ন;
- সোনালী ব্যাংক-এর সাথে বিভিন্ন কর্মসূচির সমস্যাসমূহ সমাধান;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানী (সোলার)-এর মাধ্যমে বিআরডিবি'র সেচ ব্যবস্থা আধুনিকায়ন;
- বিআরডিবি'র গুদাম ঘরগুলো সংস্কার করে আধুনিক সুবিধা সম্বলিত সংরক্ষণাগার হিসেবে গড়ে তোলা;
- বিআরডিবি র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ সংস্কার করে আধুনিক ও মানসম্মত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা;
- বিআরডিবি'র উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রপ্তি নিশ্চিত করতে মার্কেট লিংকেজ সৃষ্টি;
- কু-ঋণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রোগ্রাম ও সুফলভোগীদের বিনিয়োগ বীমা (ক্ষুদ্র/উদ্যোক্তা ঋণ) চালু;
- বেতন স্কেল আপগ্রেডেশন;
- সর্বোপরি বিআরডিবি'র সকল স্তরে আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও উন্নত কর্ম-পরিবেশ নিশ্চিতকরণ।

খ. ইউসিসিএ বিষয়ক:

- বিআরডিবি'র প্রকল্প-কর্মসূচিসমূহ ইউসিসিএ'র মাধ্যমে বাস্তবায়ন;
- দ্বিস্তরের সমবায়ের প্রয়োজনীতা অনুধাবন এবং এটিকে কার্যকর করার যথোপযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণ;
- ইউসিসিএ'র ম্যানেজিং কমিটির মেয়াদ ন্যূনতম ০৫ বছর নির্ধারণ;
- পূর্বের ন্যায় সার, বীজ ও কীটনাশকসহ সরকারি অন্যান্য সম্পদ সহায়তা কৃষকদের মাঝে প্রদানে ইউসিসিএ-কে অন্তর্ভুক্তকরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;
- ইউসিসিএ'র কর্মচারীদের ৭০% স্যালারী সাপোর্ট প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ইউসিসিএ'র প্রাথমিক সমিতিকে শেয়ার জমার এর মুনাফা প্রদান;
- সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক যথাসময়ে ইউসিসিএ'র অডিট সম্পন্নকরণ;
- সিডিএফ তহবিল হতে বিআরডিবি উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বিআরডিবি ও ইউসিসিএ'র আইনি সর্ম্পক স্পষ্টীকরণ;

গ. প্রকল্প/কর্মসূচি বিষয়ক:

- বিআরডিবি'র চলমান কর্মসূচিসমূহ একীভূতকরণ এবং ক্ষুদ্র ঋণের একক সেবামূল্য নির্ধারণ করে একই নীতিমালার আলোকে বাস্তবায়ন;
- মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগের ন্যায় পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)-কে রাজস্বখাতে স্থানান্তর;
- কর্মসূচির জনবলের বেতনভাতা সমস্যা দূরীকরণে সরকার হতে ন্যূনতম ৫০% স্যালারি সাপোর্ট প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ. নীতিমালা/আইন বিষয়ক:

- সমবায় আইন প্রত্যাশিত সংশোধন না হওয়ায় দ্বি-স্তর ব্যবস্থা কার্যকরভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। তাই অবিলম্বে সমবায় আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়ন;
- সমিতি/গ্রুপ/দলভুক্ত একক ঋণ প্রদানের নীতিমালা প্রণয়ন।

ঙ. প্রশিক্ষণ বিষয়ক:

- বিআরডিবি'র সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আধুনিক, বাস্তবভিত্তিক ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বিআরডিবি'র উপকারভোগীদের প্রচলিত ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ই-কমার্স ও ফ্রিলান্সিংসহ সময়োপযোগী বিভিন্ন খাতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি;
- উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা।

চ. ক্ষুদ্র ও উদ্যোক্তা ঋণ বিষয়ক:

- ক্ষুদ্র ঋণের সিলিং ন্যূনতম ১ লক্ষ টাকা নির্ধারণ;
- অবর্তক ঋণ তহবিল বৃদ্ধি;
- উদ্যোক্তা ঋণের তহবিল বৃদ্ধি;
- সদর দপ্তর থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে ঋণ তহবিল পরিচালনা;
- প্রশিক্ষিত দক্ষ উপকারভোগীদের সাথে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে লিংকেজ স্থাপন;
- গ্রুপের কোন সদস্য খেলাপী হলেও ঋণপরিশোধকৃত সদস্যদের নিয়ে সংহতি দল গঠন করে পুনরায় ঋণ মঞ্জুর।

ছ. অডিট বিষয়ক:

- একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে বিআরডিবি'র সকল পর্যায়ের অডিট সম্পাদন।

জ. নতুন প্রকল্প গ্রহণ:

- ❖ শুধু ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও ঋণ কার্যক্রম থেকে বের হয়ে আধুনিক ধারণা ও প্রযুক্তিকে ভিত্তি করে নতুন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন;
- ❖ দলবদ্ধভাবে তেলবীজ রোপন, রেশম চাষ, মাশরুম চাষ, অপ্রধান শস্য উৎপাদন ইত্যাদি ব্যতিক্রমিধর্মী প্রকল্প গ্রহণ;
- ❖ পল্লীতে দক্ষ মানবসম্পদ (প্লাম্বার, ইলেকট্রিক মেকানিক, মোবাইল সার্ভিসিং ইত্যাদি) তৈরির প্রশিক্ষণ বেইজড প্রকল্প গ্রহণ;
- ❖ সরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ (গুচ্ছ গ্রাম, আশ্রয়ণ ইত্যাদি) এলাকার জনসাধারণের প্রয়োজন ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন, সম্পদ হস্তান্তর ও আর্থিক সহায়তা (স্বল্প সুদে ঋণ/অনুদান) ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ;
- ❖ সামাজিক নিরাপত্তা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উন্নয়ন, ক্লাইমেট চেঞ্জ ইত্যাদি প্রকল্প গ্রহণ;
- ❖ সরকারি প্রকল্পের পাশাপাশি বৈদেশিক প্রকল্প গ্রহণ;
- ❖ পল্লী পণ্য প্রসারে মার্কেট লিংকেজ তৈরির প্রকল্প গ্রহণ;
- ❖ আধুনিক কৃষি উপকরণ সরবরাহ, কৃষি যান্ত্রীকরণ ও সেচ ব্যবস্থা আধুনিকায়ন বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণ;
- ❖ বিআরডিবি'র স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে প্রকল্প গ্রহণ;
- ❖ প্রকল্পের লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এক্সিট প্ল্যান তৈরি।

সমাপনী:

কর্মশালাটি অংশগ্রহণকারীদের জন্য অত্যন্ত তথ্যবহুল ও প্রেরণাদায়ক ছিল। অংশগ্রহণকারীরা ভবিষ্যতে এ ধরণের আরও কর্মশালার আয়োজনের অনুরোধ জানান। বিআরডিবি কতৃক গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া-এর সংশ্লিষ্ট গবেষকগণসহ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ শফিকুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক (গবেষণা,প্রশাসন)
বিআরডিবি, ঢাকা।

সিদ্ধার্থ কুমার মজুমদার
সহকারী পরিচালক (পার্সোনেল-৩)
বিআরডিবি, ঢাকা।